নিভৃত কুহক

সাগরিকা রায়

লিইবার ফিয়েরা

ভূমিকা

ইতিহাস ও ফ্যান্টাসি মিলেছে মনস্তাত্ত্বিক ঘোরের মধ্যে। লিইবার ফিয়েরা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত 'নিভৃত কুহক' সেই অলীক ও বাস্তবের মিশ্রণ। মুর্শিদাবাদ, সিরাজ এবং কলকাতাবাসী একটি ছেলে কীভাবে রাজা জানকীরামের গুপ্তধনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল, 'নিভৃত কুহক' কেবল সেই কথা বলে না, বলে অন্য ভুবনের কথাও। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই লিইবার ফিয়েরা প্রকাশনাকে।

৭ ডিসেম্বর ২০২২ **সাগরিকা রায়**

এক

আজ ভোরের রং অন্যরকম। আমি ভোরে উঠি না। সে অভ্যেস নেই আমার। একেবারেই ছিল না, সে-ও নয়। একটা সময় ভোরে উঠে জগিং করতাম পাঁচ নম্বর পুকুরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে। এখন আর ভাল লাগে না। বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে আমার ভোর দেখা হচ্ছে না। অথচ আজ শেষরাতের ঘ্রাণ বিছানায় এসে কীভাবে পৌঁছাল, সেটা আমি জানি না। খানিকটা জেগে, খানিকটা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বুঝতে পারছিলাম একটা পরিবর্তন আসছে আমার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অসচেতন ভাবেই বুঝতে পারছিলাম, এমন অদ্ভুত কোনও শঙ্কা আমাকে মাকড়সার জালের মতোই কোনও অজানা তন্তুতে জড়িয়ে ফেলছিল। আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। ঘরের ভিতরে অস্বচ্ছ আলো। এরকম আলো কোথা থেকে এল ঘরে! ভোর তো এরকম নয়! ভোরের ভিতরে একটা পবিত্রতা থাকে। কিন্তু এই আলো ঠিক সেই রকম নয়! নাইট ক্লাবের বার সেকশনে যে ধরনের সফট কিন্তু ঘোর তৈরি করা আলো থাকে, এই আলোর রং খানিকটা সেই রকম! তীব্র দাবানল থেকে পাঁচমাইল দূরত্বে থাকলে যেটুকু আলোর বা যতটা আগুনের তাপ অনুভূত হয়, আমি তার দুটোই পাচ্ছিলাম। একটা লালচে-কমলা আভা আমার শোবার ঘরের ভিতরে দ্রুত পাক খাচ্ছিল। অনেকটা সময় অবশ চোখে সেই অস্বাভাবিক আলোর সঙ্কুচিত-প্রসারিত হওয়া দেখতে দেখতে আমার শরীর-মন অসাড় হয়ে গিয়েছিল যেন। আমি কোনও কিছু দেখতে বা চিন্তা করতে পারছিলাম না। মাথা ঘুরছিল আমার। টনটন করছিল ঘাড়। একবার ডাক্তার দেখানোর কথা মনে হল। অবহেলা করার

জন্য দুঃখ হল। মনে হল, নিজের দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিচ্ছি না! নিজের ভাল কে বোঝে না? ঘুম ঘোরে আবোল-তাবোল ভাবনারা ঘোরাঘুরি করছিল। খানিকটা ঘোর আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি স্পষ্ট করে সামগ্রিকভাবে নিজেকে বা পরিস্থিতিকে বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে অজানা কিছু বা কেউ আমাকে পরিচালনা করছে! আমাদের বাড়ির পিছনে বহু পুরোনো পরিত্যক্ত কুয়োটাকে দেখতে পাচ্ছি। অতল অন্ধকার নিয়ে কুয়োটা আমাকে দেখছে। আমি দেখতে পাচ্ছি কুয়োর ভয়াল চোখ! সে আমাকে আকর্ষণ করছে! আমার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে সেই পরিত্যক্ত কুয়োর কাছে যাই। গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাকে খুঁজি। সে আমার জন্যই অপেক্ষমান।

একটা সময় আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। ঘরের ভিতরে তখন বাইরে থেকে আসা সুন্দর ঝলমলে রোদের আভা হালকা তাপ বুলিয়ে দিচ্ছিল। এসি অন করিনি কাল। বৃষ্টির সুঘ্রাণের মধ্যে হালকা ঠান্ডায় নরম চাদর নিয়ে শুয়েছিলাম। এখন ঘুম থেকে উঠব। উঠতে হবে। কলেজে যেতে হবে। কিন্তু কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার মন বলছে আমি আজ সারাদিন গেম খেলব। মারণ গেম। এই অসাধারণ গেমটা আমাকে দিয়েছিল অশোক। অশোক মালহোত্রা। আমার মাত্র তিনমাসের ফেবু ফ্রেন্ড। মাত্র তিনমাসেই ওর সঙ্গে আমার রিলেশনটা গভীরে পৌঁছেছিল এই গেমের দৌলতে। একদিন মেসেজ করেছিল অশোক। ইনবক্সে এল, "হাই!" আমি রেসপন্স করতে ও আমাকে কিছু অদ্ভুত কথা বলেছিল। "কালাযাদু... ভুডু... লাশ জ্যান্ত করা...!" আর বলেছিল একটা গেমের কথা। তবে সেটা বলেছিল অন্য দিন। অন্য সময়ে। ওর কথামতো একরাতে আমি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে বসেছিলাম। অশোক আমাকে যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবেই বসেছিলাম ল্যাপটপের সামনে। ও আমাকে বলেছিল ওয়েব ক্যাম অন করতে। আমি ক্যাম অন করতে দেখলাম অশোককে। এই প্রথম দেখলাম ওকে। খুব শীর্ণ, কোঁকড়া চুলের ছেলেটির চোখের তলে কালো গভীর দাগ। অতলে তলিয়ে গেছে চোখ যেন। সরু লম্বা মুখটা তুলে সাগ্রহে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। মুখোমুখি হতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। অশোকের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যার জন্য ওকে আমার স্বাভাবিক লাগছিল না। আমি কথা না বলে অল্প হাসতে অশোকের

চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ল। ফিসফিস করে কিছু বলছিল ও, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ও আমার ডানহাতের আঙুল দেখতে চাইল। আমি অবাক হলেও ওকে আমার অস্বস্তি বুঝতে দিলাম না। ওর সামনে আমার ডানহাত মেলে ধরলাম। ও ঝুঁকে পড়ল। ক্রমশ গলা বাড়িয়ে আমার হাত বা হাতের আঙুল দেখতে লাগল। কী-যে দেখছিল কে জানে। ডানহাত মেলে ধরে থাকতে থাকতে আমার হাত টনটন করছিল। ভাবছিলাম এবারে হাত নামিয়ে নেব। এতে ও যা ভাবে ভাবুক...। কথাটা বলব ভেবে মুখ খুলেছি, দেখলাম অশোক আমার ডানহাত দেখতে দেখতে নিজের ডানহাত মেলে দু'জনের হাত মিলিয়ে নিচ্ছে। দেখতে দেখতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও ল্যাপটপের স্ক্রিনের ওপার থেকে হাতের আঙুল বাড়িয়ে দিল। আমি অনুভব করলাম একটা মৃত্যু-শীতল আঙুল আমার ডান হাতের আঙুলকে ছুঁয়ে আছে। আমি অন্য শরীরের উপস্থিতি অনুভব করছি। ওর আঙুলটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। এক সময় প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আমি পেয়েছি। এতদিনে পেয়েছি।" খুব আনন্দে ও হিসস টাইপের শব্দ করে উঠল, "আহ! আহ! পেয়েছি... রক্তের গন্ধ পাচ্ছি... তাজা রক্তের গন্ধ!"

আমি প্রশ্ন করে ফেললাম, "কী পেয়েছ অশোক? কীসের রক্ত?"

অশোক আমার দিকে তাকাল। ওর চোখদুটো যেন ধকধক করে জ্বলছিল। স্পষ্ট গলায় বলল, "তুমি আমার সঙ্গে একটা গেম খেলবে।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পুরো ব্যাপারটা কন্ট্রোল করছে অশোক। ও কিন্তু আমাকে অনুরোধ করেনি যে, "তুমি আমার সঙ্গে গেম খেলবে?" বরং উলটোটাই ঘটেছে। অশোক প্রায় অর্ডার করেছে, "তুমি আমার সঙ্গে গেম খেলবে।" বলার ধরনে, গলার স্বরে মনে হচ্ছে এটা ওর হাতে। যেন বলছে, "এই যে আমি তোমাকে গেম খেলার জন্য সিলেক্ট করেছি, তোমাকে সুতরাং খেলতে হবে। মানে এটাই আমার নির্দেশ। আমি তোমার বস। বন্ধু নই!"

বিরক্ত হলাম ভিতরে ভিতরে। এসবের মানে কী? মাঝে কিছুদিন ব্লু হোয়েল গেম নিয়ে কম কাণ্ড হয়নি। অশোক কি সেরকম কিছু করতে চায় আমাকে দাবার ঘুঁটি বানিয়ে? অ্যাকচুয়ালি ওর এই অর্ডার করার ভঙ্গিটা আমার না-পসন্দ। আমার সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না। এতে আমি অপমানিত বোধ করি। আর আমার কয়েকজন বন্ধুকে এই কারণে ব্লক

করেছি। কলেজের কিছু বন্ধুকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছি। কথা বলি না। ওদের টাচে নেই আমি। কারণ... ওহ! সেসব মনে করতেও ভয় হয় আমার। ওদের আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু এই অশোক আমাকে নিয়ে কী জাতীয় গেম খেলতে চায় রে বাবা! এটাকে বুঝে উঠতে পারছি না! রক্তের গন্ধ কাকে বলে? আমি প্রায় অজানা মানুষকে বিশ্বাস করে ফাঁদে পড়ছি না তো! আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। কীসের রক্তের গন্ধের কথা বলছে ও?

"তুমি আমাকে কি ভয় পাচ্ছ?" অশোক হাসল। হাসতেই দেখলাম ওর দাঁতের সেটিং অদ্ভুত ধরনের। বিজবিজে দাগ ভর্তি ছোট ছোট দাঁতের দু'পাশের অ্যানিম্যাল টিথ দুটো কুচকুচে কালো। যেন জাস্ট কয়লার টুকরো দিয়ে তৈরি! এটা কি কোনও অসুখ?

অশোক হাসল, "ভয়ের কিছু নেই। ভয়টাকে ইগনোর করো। আমি তোমাকে অনন্ত সৌভাগ্যের সন্ধান দেব। আমার সঙ্গে গেম খেলতে হবে। একমাস। তারপর তুমি দেখো, যা চাইবে, তাইই তোমার হাতে এসে যাবে। বুঝতে পেরেছো? যা চাও, ঠিক তাই। সব... সব পাবে তুমি। একবার গেম খেলতে শুরু করো। তারপরে দেখো।" অশোক হাসল না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চোখ মেলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তোমার হাতে কী এসেছে? যা চাও, তাই-ই কি পাও? পেয়েছো? কী পেয়েছো তুমি? আমাকে জানতে হবে। না হলে খেলতে মজা পাব কী করে?"

"ইয়া। আমি এমন একজনকে বন্ধু হিসেবে চেয়েছিলাম, যে আমার সঙ্গে গেম খেলতে পারবে। এর জন্য দরকার ছিল আমার ডান হাতের সঙ্গে তার ডান হাতের মিল। আজ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে অবশেষে পেয়েছি। তুমিই হলে আমার সেই বন্ধু। গেম খেলার জন্য তৈরি হও। তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সাদৃশ্য রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তুমি রেডি? মনে রেখো, একমাস ধরে গেমটা খেলতে পারলে তুমি হবে অনন্ত শক্তির অধিকারী। আর বেশি প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরো না। রেডি... স্টেডি..."

"কিন্তু এটা বলো, তুমি যে গেম গেম করে চলেছ তখন থেকে, এটা কীসের গেম? এমন অদ্ভুত শর্ত আছে এমন গেমের কথা আমি কোথাও শুনিনি।"